মডিউল - ১০

বিষয়ঃ ‘আদি-মধ্য বাংল ভাষার’ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ।

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ

এস.আর.ফতেপুরিয়া কলেজ,বেলডাঙ্গ।

আদি-মধ্য বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বড়ু-চন্ডীদাসের ‘ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ’ কাব্য । আর অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার নমুনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলী, সমকালীন মনসামঙ্গল , চণ্ডীমঙ্গল , ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে । চৈতন্য জীবনীকাব্য , রামায়ান- মহাভারত ও ভগবতের অনুবাদ , লোককাব্য ,আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি ।

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ-

(১) আদি মধ্য বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে । অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ‘হ’ ধ্বনি থাকলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল । যেমন – কতহো > কত্থো ইত্যাদি ।

(২) এই পর্বে বাংলায় ‘আ’ কারের পরে অবস্থিত ‘ই’ ও ‘উ’ ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে যায় । যেমন – বড়াই > বড়াই প্রভৃতি ।

(৩) স্বরভক্তির ব্যবহার আদি মধ্য বাংলায় বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল । যেমন – শক্তি > শকতি ইত্যাদি ।

(৪) প্রাচীন বাংলার থেকে মধ্য বাংলা স্বরসংগতির ব্যবহার অনেক বেশি । যেমন – ভেড়ি > ভিড়ি প্রভৃতি ।

(৫) অপিনিহিতির ব্যবহারও এখানে বেশি । যেমন – আসিহ > আইস ইত্যাদি ।

(খ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ-

(১) এই যুগের ভাষায় গৌণকর্ম ও সম্প্রদানকারকে ‘ক’ , ‘কে’ , ‘রে’ বিভক্তি মিলে। যেমন- ক = হান পাঁচবাণ তাক না করিহ দয়া ।

(২) এই যুগের ভাষায় করণ কারকে ‘ত’ , ‘এ’ , বিভক্তি বর্তমান । যেমন – এ = মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।

(৩) এ যুগের ভাষায় করতিকারক ছাড়া অন্য কারকেও বিভক্তিহীনতার সন্ধান মেলে।

(৪) এ যুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে ‘ আছো ’ ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে।
জেমন-রহিলছে > রহিল+আছে।

(৫) এ যুগের ভাষায় নাম ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-‘ হেন মনে পড়ে পরিহাসে’।

———